২০২৩ সালের ম্যাট ২০২৩

২০২৩ সালের ১ ক্যান

কানাই চরণ পান্ডা ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আদারস

শ্রী শুভ্র প্রকাশ লাহিড়ী,

শ্রীমতী তিথি মজুমদার,

.....আবেদনকারীদের জন্য

শ্রীমান তরুণ কুমার ঘোষ,

শ্রীমতি শুভশ্রী ঘোষ,

...রাষ্ট্রের জন্য।

শ্রীমান ওম নারায়ণ রায়,

...এসবিআই-এর জন্য

১. ২০২৩ সালের ডাবলু পি এ নং ২৮৭৮৬-এ ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে একজন বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ফলে আপিলটি উদ্ভূত হয়। আদেশটি বাতিল করে, বিজ্ঞ বিচারক রিট পিটিশনটি খারিজ করে দেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই বলে যে আর কোন সময় দেওয়া যাবে না। আবেদানকারীদের ব্যাংক থেকে ধার করা পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য মঞ্জুর করা হবে। বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আপীলকারীদের দ্বারা প্রদত্ত ব্যাঙ্কের এককালীন নিষ্পত্তি সত্ত্বেও, যাতে ব্যাঙ্ক সম্মত হয়েছিল, আপীলকারীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন। বরং, আবেদাণকারীরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া আদেশ বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি বৃত্তাকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৪ এর অধীনে (সংক্ষেপে "সারফায়েসি আইন")।

২. শ্রীমান শুভ্র প্রকাশ লাহিড়ী, আবেদানকারী/রিট পিটিশনকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আদেশটি বাতিল করেছেন নিম্নলিখিত অনিয়মের কারণে:-

ক) বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃপক্ষকে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হন যে পুলিশ একটি আদেশ বাস্তবায়ন করতে চাইছিল, যা সময় বাধা ছিল। এই ধরনের বিষয়ের উপর, শ্রীমান লাহিড়ী এ এস রিট পিটিশন নং ১৫২৮৫-এ পাস করা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আদারস, বিষয়ে বোম্বে হাইকোর্টের একটি অপ্রতিবেদিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন।

খ) সারফায়েসি প্রক্রিয়াটি ব্যাঙ্কের দ্বারা শুরু করতে চাওয়া হয়েছে, যেমনটি প্রস্তাবিত এককালীন নিষ্পত্তি বাতিল করার নোটিশে বলা হয়েছে, সময়ও বেধে দেওয়া হয়েছিল।

গ) ২০০৯ সালে ঋণ অ্যাকাউন্ট এনপিএ ঘোষণা করায় ব্যাঙ্কের দাবি সীমাবদ্ধতার দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছিল। যদিও, সারফায়েসি আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশও ২০০৯ সালে জারি করা হয়েছিল, তারপরে ব্যাঙ্ক কোনও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে প্রত্যাহার করেছিল। এই ধরনের আচরণ, মুকুব পরিমাণ যোগ্য। ঘটনা যে ব্যাংক পুনরায় চায়- এই মামলায় সারফায়েসি কার্যক্রম শুরু করার প্রতীয়মান নোটিশ ঘোষণা করা হোক। বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হন যে ব্যাঙ্ক, সারফায়েসি আইনের ধারা ৩৬ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হওয়ায়, একবারে নিষ্পত্তির জন্য চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

d) যে বিজ্ঞ বিচারক আবেদানকারী নং ১ কে ক্যান্সারের রোগী হিসাবে বিবেচনা করতেও ব্যর্থ হন, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেননি, তবে ঋণগ্রহীতা এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, রিটের মধ্যে আবেদনকারী/আপীলকারীরা কিছু অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল।

৩. রিট আদালতের এখতিয়ারের বিষয়ে, শ্রীমান লাহিড়ী তা দাখিল করেছেন এককালীন নিষ্পত্তি, বা ব্যাঙ্ক এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি বাতিলের নোটিশ বা পুলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি করা নোটিশ, সার্ফেসি আইনের আওতায় পড়ে না। সুতরাং, শেখা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালের সামনে বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাধা হবে না।

৪. শ্রীমান লাহিড়ী দাখিল করেছেন যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপে এখতিয়ারের সমস্যা এবং পদ্ধতিগত অনিয়ম, আজ অবধি, নির্দেশ করে যে রিট আদালতের বিচারিক পর্যালোচনায় হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার রয়েছে। শুধু কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই নয়, যে পদ্ধতিতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাও বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় ছিল।

৫. শ্রীমান ওম নারায়ণ রাই, ব্যাঙ্কের বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে রিট পিটিশনটি রিট পিটিশন/আপীলকারীদের অনুরোধে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ একটি বিকল্প প্রতিকারের অস্তিত্ব রয়েছে৷ শ্রীমান রাই আরও জমা দিয়েছেন যে এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ সাধারণত ব্যাঙ্কের কাছে আসার ৬০ দিনের মধ্যে পাস করা উচিত। সারফেরাসি আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু উল্লিখিত ৬০ দিনের সময়কালকে নির্দেশিকা হিসাবে রাখা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক নয়। তার বিতর্কের সমর্থনে, তিনি সি. ব্রাইট বনাম জেলা কালেক্টর এবং অদারস-উপর নির্ভর করে (২০২১) ২ এস এস সি ৩৯২ (অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে ২১) এ রিপোর্ট করেছেন।

৬. এরপর, শ্রীমান রাই জমা দিয়েছেন যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়ার ব্যাংক থেকে দেড় বছরের মধ্যে পাস হয়েছিল। পক্ষের মধ্যে এককালীন নিষ্পত্তির বিষয়ে স্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু আপীলকারীরা শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে যার কারণে ব্যাঙ্ক এককালীন নিষ্পত্তির প্রস্তাব বাতিল করেছে। আপীলকারীদের সম্মানে ব্যর্থতার কারণে এই ধরনের প্রস্তাব বাতিল করার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের ছিল। এই ভিত্তিতে, শ্রীমান রাই বিজনর আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বিজনর অ্যান্ড অদারস বনাম মীনাল আগরওয়াল ও আদারস-এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন (২০২৩) ২ এস এস সি ৮০৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। এটি ধরা হয়েছিল যে ঋণগ্রহীতা, অধিকারের বিষয় হিসাবে, এককালীন নিস্পত্তির অনুদানের জন্য প্রার্থনা করতে পারে না। ঋণ নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে কিস্তি পরিশোধ না করতে পারত যদিও তিনি অর্থপ্রদান করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি একক নিস্পত্তির স্কিমের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন এবং তারপরে উল্লিখিত স্কিমের অধীনে সুবিধা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করতে পারতেন যার অধীনে, সর্বদা, ঋণ অ্যাকাউন্টের অধীনে বকেয়া এবং প্রদেয় পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ প্রদান করতে হবে।

৭. সুবিধার জন্য, উক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ ১২ এবং ১৩ নীচে উদ্‌ধৃত করা হল:-

> "১২. এমনকি অন্যথায়, এখানে যেমনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, কোনো ঋণগ্রহীতা, অধিকারের বিষয় হিসাবে, এককালীন নিষ্পত্তি প্রকল্পের সুবিধার জন্য প্রার্থনা করতে পারে না৷ একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে, এটি হতে পারে যে একজন ব্যক্তি একটি বিশাল পরিমাণ ঋণ নেবেন, উদাহরণস্বরূপ ১০০ কোটি টাকা লোন পাওয়ার পর, সে ইচ্ছাকৃতভাবে কিস্তির জন্য কোনো টাকা দিতে পারে না, যদিও সে ও টি এস স্কিমের জন্য অপেক্ষা করবে, যার অধীনে সবসময় একটি ঋণ অ্যাকাউন্টের অধীনে বকেয়া এবং প্রদেয় পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ প্রদান করতে হবে, সমস্ত ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যা বন্ধক/সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করে আদায় করা যেতে পারে, ঋণগ্রহীতা এখনও অধিকারের বিষয় হিসাবে, ওটিএস স্কিমের অধীনে সুবিধার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন, সেক্ষেত্রে, এটি একটি অসাধু ঋণগ্রহীতাকে একটি প্রিমিয়াম প্রদান করবে, যিনি এই মতামত হওয়ার সত্ত্বেও

অর্থপ্রদান করতে সক্ষম এবং যে ব্যাংক ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা জামিন্দারের কাছ থেকে বন্ধক/সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করেও সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম। এর কারণ হল ওটিএস স্কিমের অধীনে একজন দেনাদারকে প্রকৃত বকেয়া এবং ঋণ অ্যাকাউন্টের অধীনে প্রদেয় পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ প্রদান করতে হয়। ওটিএস স্কিম অফার করার সময় ব্যাঙ্কের এই উদ্দেশ্য হতে পারে না এবং এটি এই ধরনের অসততাকে উৎসাহিত করতে পারে এমন স্কিমের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

১৩. যদি খেলাপি ইউনিট/ব্যক্তির পক্ষ থেকে আর্থিক কর্পোরেশন/ব্যাঙ্ককে তার প্রস্তাবিত শর্তাবলীতে এককালীন নিষ্পত্তি করতে বাধ্য বা নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে প্রতিটি খেলাপি ইউনিট/ব্যক্তি যা/ যিনি চুক্তির শর্তানুযায়ী যেটার/তার বকেয়া পরিশোধ করতে সক্ষম/সে এটার/তার অনুকূলে এককালীন নিষ্পত্তি পেতে চাইবে। কে হবে তার দায় হ্রাস পেতে এবং ঋণ অ্যাকাউন্টের অধীনে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তার চেয়ে কম অর্থ প্রদান করতে চান না? বর্তমান মামলায় উল্লেখ্য, মূল রিট আবেদনকারী ও তার স্বামী আরও দুটি ঋণ অ্যাকাউন্টে নিয়মিত অর্থ প্রদান করছেন এবং সেই অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত করা হয়েছে। এর অর্থ হল, বর্তমান লোন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও তাদের অর্থপ্রদান করার ক্ষমতা রয়েছে এবং উল্লিখিত বক্তব্বের সত্ত্বেও, বর্তমান ঋণ অ্যাকাউন্টে একটি পরিমাণ/কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি যার জন্য মূল আবেদনকারী ওটিএস স্কিমের অধীনে সুবিধার জন্য প্রার্থনা করছেন।"

৮. শ্রীমান রাই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম অরবিন্দ্র ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেত লিমিটেড এর মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ২৩ এবং ২৪ এর উপরও নির্ভর করে (২০২৩) ১ এস এস সি ৫৪০ এর রিপোর্টের সাথে বলা হয়াছে যা নিম্নরূপ পড়া হয়েছে:-

"২৩. এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওটিএস স্কিমের অধীনে যা মূলত ২০১৭ সালে মঞ্জুর করা হয়েছিল, ঋণগ্রহীতাকে ১০,৫৩,৭৫,০৬৯.৭৪ টাকা বকেয়া ১৩,৯৯,৮৯,২৭৩.৯৯ টাকার বিপরীতে দিতে হবে৷ তাই, অধীনে ২১.১১.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরিকৃত চিঠিতে উল্লেখিত শর্তাবলীতে ঋণগ্রহীতা প্রায় ৩ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য ত্রাণ পেয়েছিলেন দফা (iv) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে ওটিএস স্কিমের অধীনে সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান ২১.০৫.২০১৮ এর মধ্যে করা হবে, অন্যথায় ওটিএস অকার্যকর হবে, তাই ঋণগ্রহীতারা অনুমোদিত ওটিএস স্কিম অনুযায়ী অর্থপ্রদান করতে বাধ্য ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় আদালতের অনুমোদিত ওটিএস স্কিমের আরও বর্ধিতকরণ মঞ্জুর করা উচিত নয়।

২৪. ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে দাখিল করা হয়েছে যে অন্য কিছু ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে সময় বাড়ানোর বিষয়টি উদ্বিগ্ন, এখানেও নয় এবং

সেখানেও নয়। ব্যাঙ্ক পারস্পরিকভাবে ভারতীয় চুক্তি আইনের ধারা ৬২ এর অধীনে অনুমোদিত সময় বাড়ানোর জন্য সম্মত হতে পারে। অধিকারের বিষয় হিসাবে ঋণগ্রহীতা দাবি করতে পারে না যে এটি অনুমোদিত ওটিএস স্কিম অনুযায়ী অর্থপ্রদান না করলেও অধিকারের বিষয় হিসাবে এটি আরও বাড়ানো হবে। কোনো নেতিবাচক বৈষম্য দাবি করা যাবে না। ঋণগ্রহীতাকে অধিকারের বিষয় হিসাবে সম্প্রসারণ দাবি করার জন্য তাদের পক্ষে যে কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

৯. কানাইয়ালাল লালচাঁদ সচদেব ও আদারস বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আদারস সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এই আদালতের সামনে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যা (২০১১) ২ এস এস সি ৭৮২ এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে ধারা ১৪ এর অধীনে একটি পদক্ষেপ সারফেরাসি আইন, উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর পর্যায় গৃহীত একটি পদক্ষেপ গঠন করে, এবং সেইজন্য, উক্ত আইনের ১৪ ধারার অধীনে গৃহীত পদক্ষেপ এবং আদেশ, শেখা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত ছিল উক্ত আইনের ধারা ১৭(১) এর অধীনে।

১০. অবশেষে, এলআরএস-এর মাধ্যমে এডউকান্তি কিস্তিমা(মৃত) মাধ্যমে এল আর এস এবং আদেরস বমান ভেঙ্কটারেডি (মৃত) এলআরএসের মাধ্যমের বিষয়ে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে, (২০১০) ১ এস এস সি ৭৫৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, শ্রীমান রাই তার এই যুক্তির সমর্থনে নির্ভর করেছেন যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি করা নোটিশটি উল্লিখিত ধারা ১৪ এর অধীনে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া আদেশের একটি ফলশ্রুতিমূলক পদক্ষেপ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান আদেশ, কোনো ফোরামে চ্যালেঞ্জ না করায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাস্তবায়নের পুলিশ কর্তৃপক্ষের পরিণতিমূলক নোটিশ চ্যালেঞ্জের জন্য উপলব্ধ ছিল না।

১১. পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধগুলি বিবেচনা করার পরে, আমরা এই বক্তব্যটি সম্পর্কে সচেতন যে এই আপিলটি একটি আন্তঃআদালত আপিল।

১২. বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উল্লেখহে বিষয়ে বিজ্ঞ বিচারক রিট আবেদনকারী/আপীলকারীদের বিরোধের সাথে কাজ করেছেন। তার প্রভুত্ব একই আলাদা। আমরা সেই স্কোরে তাঁর প্রভুত্বের সাথে একমত। এল অ্যান্ড টি ফিনান্স লিমিতেড (সুপ্রা)-এর রায়ের ১৫ অনুচ্ছেদ থেকে এটা স্পষ্ট যে বোম্বে হাইকোর্ট এমন একটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করছিল যেখানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ পরিকাঠামোগত সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। উল্লিখিত আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/কালেক্টরদের আদেশের বাস্তবায়ন।

১৩. বিজ্ঞ একক বিচারক বলেছেন যে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আদেশটি পাস হওয়ার পর থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত এবং পছন্দসই ভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে। বোম্বে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিষয়টি উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ১৫-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যে নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছিল তা হল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নরূপ:-

ক) মহারাষ্ট্র রাজ্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট / কালেক্টরদের ৩০ দিনের মধ্যে সারফেরাসি আইনের ১৪ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে।

খ) আদেশগুলি চার সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করা উচিত নয়৷

গ) বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য অ্যাডভোকেট নিয়োগের বিকল্প ছিল।

d) ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরদের একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, যদি আবেদনকারীদের নিষ্পত্তি না করা হয় তবে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আবেদনের বিবরণ দিয়ে।

e) আদেশটি পাস হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে কার্যকর না হলে, আবেদনকারী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তা বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কাছে যাওয়ার স্বাধীনতায় ছিলেন। অন্যান্য নির্দেশনাও জারি করা হয়।

১৪. আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই ধরনের নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে সারফেরাসি আইনের ১৪ ধারার অধীনে পাস করা আদেশগুলি মহারাষ্ট্র রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, পুলিশ কর্তৃপক্ষ ইত্যাদিকে এই ধরনের নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

১৫. রায় সীমাবদ্ধতার বিষয়ে একটি কর্তৃপক্ষ নয়। আবেদন জমা দেওয়ার ৬০ দিন মেয়াদ শেষ হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাতিল হয়ে যায় এই বিষয়েও এটি কোনও কর্তৃপক্ষ নয়। দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত সিদ্ধান্তে বিকল্প প্রতিকারের প্রশ্ন তোলা হয়নি।

১৬. যদিও শ্রীমান লাহিড়ী দাবি করেছেন যে তাঁর প্রভুত্ব সীমাবদ্ধতার সময়কাল বিবেচনায় নেয়নি, এই আদালত দেখতে পায় যে ১৩(২) নোটিশটি ২০০৯ সালে জারি করা হয়েছিল অ্যাকাউন্টটিকে এন পি এ হিসাবে ঘোষণা করার পরে। অর্থ সংক্রান্ত প্রথম দাবি, অ্যাকাউন্টটিকে এন পি এ হিসাবে ঘোষণা করার পরেই ব্যাঙ্ক নিজেই ১৩(২) নোটিশে উত্থাপিত হয়েছিল। একবার বিজ্ঞ বিচারক বিচারক সমস্ত বাস্তবিক দিক এবং বিদ্যমান আইন বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে যে রিট পিটিশনে ঋণগ্রহীতাকে আর কোন সময় বাড়ানো যাবে না, এই বেঞ্চ এই ধরনের ফলাফলে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়। নিম্নরূপ কারণ:-

ক) বিজনোর আরবান (সুপ্রা) এবং অরবিন্দ্র ইলেকট্রনিক্স (সুপ্রা) এর মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে এককালীন নিষ্পত্তি অধিকারের বিষয় হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে, আপীলকারীরা এককালীন নিষ্পত্তির সমর্থনে আরও বাড়ানো চান, যা ব্যাংক ইতিমধ্যে বাতিল করেছে।

খ) রিট পিটিশন গ্রহণ করা যাবে না কারণ আবেদনকারী/আপীলকারীদের কাছে বিকল্প প্রতিকার রয়েছে। এমনকি সীমাবদ্ধতার বিষয়টি, মুকুবের বিষয়টি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাতিলের অভিযোগও রয়েছে। উপযুক্ত ফোরামের আগে আপিলকারীদের জন্য উপলব্ধ।

গ) অবশেষে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা নোটিশটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের একটি ফলশ্রুতিমূলক পদক্ষেপ। এটি নিজেই রিট পিটিশনে আদেশ পাশ করার জন্য একটি ভিত্তি হতে পারে না। তাঁর লর্ডশিপ

রেকর্ড করেছে যে আবেদনকারীদের এককালীন নিষ্পত্তি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যা আবেদনকারীরা করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং আদালত ২২৬ অনুচ্ছেদে বসে। ভারতের সংবিধান, পিটিশনকারীদের আবারও নিষ্পত্তিকে সম্মান করার অনুমতি দেওয়ার জন্য সময় বাড়াতে পারেনি।

১৭. বিচ্ছেদের আগে, আমরা এই বিষয়ে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের দুটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে চাই যা হল সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং ওআরএসের বনাম নবীন ম্যাথু ফিলিপ ও আনআর. এর ২০২৩ সালের এস সি সি অনলাইন এস সি ৪৩৫ এবং ভারিমাড্ডুগু ওবি রেড্ডি বনাম বি. শ্রীনিভাসুলু ও ওরস এর (২০২৩) ২ এস এস সি ১৬৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত, ঋণগ্রহীতাদের রিট আবেদানের জন্য রিট আদালতের অনুশীলনকে অবমূল্যায়ন করেছে।

১৮. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা আদেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ খুঁজে পাই না।

১৯. তদনুসারে, আপিল এবং সংযুক্ত আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

২০. যাইহোক, খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না.

২১. এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক অঙ্গীকারে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়,)

(বিচারপতি শম্পা সরকার,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।